



প্রার্থনা সকল ইবাদতের নির্যাস।
প্রার্থনার সময় মনে করুন, অনুভব করুন,
সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে আপনি
সেজদায় পড়ে আছেন। তিনি আপনাকে
দেখছেন, আপনার সব কথা শুনছেন।
প্রার্থনায় আপনার হৃদয় নিংড়ানো সকল
আকৃতি অবলীলায় প্রকাশ পেতে দিন।
ভুলে যান অন্য সবকিছু। শুধু অনুভব
করুন করুণাময়ের করুণাকে, দয়াকে
আর আপনার চাওয়াকে। অনুভব করুন
প্রার্থনা কবুল হয়ে গেছে।
কারণ প্রার্থনা কবুলকারীর সাথে
প্রার্থনাকারী একাকার হয়ে গেলে না
পাওয়ার কিছুই থাকে না। তাই যখনই
সময় পান প্রার্থনায় নিমগ্ন হোন। নিত্য নব
রূপে অনুভব করুন স্রষ্টার অনন্ত মহিমা।

দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ

১৭. হে আল্লাহ! সকল ক্ষমতার মালিক!
তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান কর। যাকে
ইচ্ছা ক্ষমতাচ্যুত কর। যাকে ইচ্ছা
সম্মানিত কর, যাকে ইচ্ছা অপমানিত
কর। তুমি সর্বশক্তিমান! সকল কল্যাণ ও
মঙ্গলের আধার। তুমি দিনের আলোকে
কর অন্ধকারে লীন। আর রাতের নিকষ
আধার ভেদ করে আনো সোনালি সকাল!
তুমি প্রাণহীনকে দাও প্রাণ আর
প্রাণবন্তকে কর প্রাণহীন! তুমি যাকে চাও
বেহিসাব রিজিক দান কর। তুমি
মহামহান সর্বশক্তিমান! সদাসর্বত্র
বিরাজমান! তুমি আমাদের বেহিসাব
রিজিক দান কর, সকল অকল্যাণ বাল্য-
মুসিবত দূর কর। আমাদের জীবন ধন্য
কর তোমারই অনন্ত করুণাধারায়।

১৮. হে মহাবিশ্বের প্রতিপালক! আমাদের
দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান কর।
আর আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।
১৯. হে প্রভু! হে সদা কল্যাণকারী!
আলস্য দুশ্চিন্তা অনিদ্রা ঋণ ব্যর্থতা
অপচয় কৃপণতা রোগ-ব্যাদি ও বার্ধক্যের
অসহায়ত্ব থেকে আমাকে পানাহ দাও।

যানবাহনে-সফরে

২০. তন্দ্রা-নিদ্রাহীন সদা সচেতন
মহামহান হে পবিত্র সত্তা! তুমি
যানবাহনকে করেছে আমাদের
নিয়ন্ত্রণাধীন। আমাদের পথচলা,
আমাদের গতি- সবই তোমার করুণা।
আমরা তোমাকেই স্মরণ করি, তুমিই
নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছানোর মালিক।
শেষ পর্যন্ত আমরা তোমারই কাছে
প্রত্যাবর্তন করবো। তুমি আমাদের
ভ্রমণকে সফল কর। আমিন!

কাজের শুভকামনা

২১. হে মহাজ্ঞানী! সর্বকল্যাণের আধার!
আমি তোমার অফুরন্ত জ্ঞান থেকে কল্যাণ
লাভে তোমারই অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।
প্রভু হে! তুমি মহাশক্তিমান আর আমি
শক্তিহীন, তুমি মহাজ্ঞানী আর আমি মূর্খ।
অতীত বর্তমান ভবিষ্যত প্রকাশ্য বা
সংগোপন- সকল রহস্যই তোমার কাছে
দিবালোকের মতো স্পষ্ট। হে মহাজ্ঞানী!
মহামহিম! পরিকল্পিত কাজটি দুনিয়া ও
আখেরাতের মানদণ্ডে কল্যাণকর হলে
আমার জন্যে তা সহজ ও বরকতময় করে
দাও। আর যদি কাজটি আমার জন্যে
অকল্যাণকর বা ক্ষতিকর হয়, তবে এ
থেকে আমাকে বিরত রাখো।
আমাকে প্রশান্ত, শোকরগোজার ও
কর্তব্যে সুদৃঢ় রাখো।

২২. হে আমার প্রতিপালক! আমার এ
কাজকে তুমি কবুল কর। একে বরকত
ও কল্যাণে পূর্ণ করে দাও।

পরীক্ষায় সাফল্য

২৩. হে মহাজ্ঞানী! অন্তর্যামী!
করুণানিধান! তুমি কারো ওপরই সাধ্যের
অতিরিক্ত বোঝা চাপাও না। তাই আমার
জন্যে প্রতিটি পরীক্ষা সহজ ও আনন্দময়
করে দাও। প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক জবাব
স্বল্পতম সময়ে বলা ও লেখার ক্ষমতা
দাও। পরীক্ষককে আমার প্রতি সমমর্মী
করে দাও। হে সর্বোত্তম ফলপ্রদানকারী!
বিচারদিনের মালিক! তুমি সব পারো।
আমাকে পরীক্ষায় সর্বোত্তম ফল প্রদান
কর। আমাকে ক্লাসে প্রথম, জীবনে প্রথম
কর। শতধারায় আমার মেধাকে বিকশিত
কর। তোমার শোকের গোজার বান্দ্য
রূপান্তরিত কর।

অশুভ প্রভাব থেকে রক্ষা

২৪. হে মহামহান! সর্বশক্তিমান!
সকল শয়তানি চিন্তা ও অপসংস্কৃতির
কুপ্রভাব থেকে আমার ইন্দ্রিয়, মেধা ও
মননকে তুমি হেফাজত কর। ইন্দ্রিয় ও
প্রবৃত্তির ওপর আমার সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ
কায়েম রাখো। প্রভু হে! তুমি মহাপবিত্র!
সকল সৃজনশীলতার উৎস! তোমার
পবিত্রতার ছায়ায় আমার মেধা মনন ও
সৃজনশীলতাকে বিকশিত কর। আমিন!

নিরাময়

২৫. হে মহানিরাময়কারী! মহামহান!
করুণানিধান! রোগ-ব্যাদি থেকে আমার
দেহ-মনকে পুরোপুরি মুক্ত কর।
আমাকে দাও এক সুস্থ প্রাণোচ্ছল পরিপূর্ণ
জীবন। হে নিরাময়কারী! আমাকে
পুরোপুরি নিরাময় কর।
হুয়াশ্ শাফী! হুয়াশ্ শাফী! হুয়াশ্ শাফী!

রাগ ক্রোধ সংবরণ

২৬. হে আল্লাহ! সর্বকল্যাণের আধার!
পথভ্রষ্ট শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আমি
তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তুমি রাগ
ক্রোধ ঈর্ষা ও হিংসা থেকে আমাকে
পানাহ দাও। প্রশান্তচিত্তে প্রজ্ঞাবানের
মতো সুপরিকল্পিতভাবে কল্যাণকর কাজ
করার তওফিক দাও।

রিজিক

২৭. হে আমার প্রতিপালক!
তুমিই রিজিকের মালিক! তুমি যাকে ইচ্ছা
বেশুমার রিজিক দান কর। তুমি আমার
উপার্জনের হাজার পথ খুলে দাও।
কর্মস্থলে ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন নতুন
সুযোগ ও বরকত দান কর। সম্পদ ও
প্রাচুর্যে ভরিয়ে দাও জীবনকে। সৃষ্টির
কল্যাণে আমি যেন দুহাতে ব্যয় করতে
পারি আর একাত্ম থাকতে পারি সৎসঙ্গে।

ষুম্মানোর সময়

২৮. হে আল্লাহ! আসমান-জমিনের
মালিক! সর্বশক্তিমান! নিষ্প্রাণ থেকে
প্রাণের উন্মেষকারী! মহাগ্রন্থ নাজিলকারী!
সকল ক্ষমতার আধার! আমি প্রত্যেক
অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে, ক্ষতিকারকের
ক্ষতি থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই।
শুরুতেও তুমিই ছিলে, শেষেও তুমিই
থাকবে। প্রকাশিত মহিমা সবই তোমার,
যা কিছু গোপন রহস্যাবৃত তা-ও তোমার।
হে সর্বশক্তিমান! সকল প্রকার ঋণ বিপদ
বালা-মুসিবত ও ক্ষতিকর কাজ থেকে
আমাদের রক্ষা কর। নিজের ও অন্যের
জন্যে কল্যাণকর প্রতিটি উদ্যোগকে তুমি
কবুল কর। দুনিয়া ও আখেরাতে
আমাদের প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত কর।

ষুম্ম থেকে জেগে

২৯. শোকর আলহামদুলিল্লাহ!
সমস্ত প্রশংসা তোমার! তুমি মহাপবিত্র!
তুমিই সকল কল্যাণের মালিক! প্রতিটি
কল্যাণকর যোগাযোগ ও কাজ আমার
জন্যে সহজ করে দাও। সকল ক্ষতিকর
চিন্তা ও তৎপরতা থেকে আমাকে দূরে
রাখো। প্রজ্ঞার সাথে রুটিন অনুসারে কাজ
করার তওফিক দাও। তোমার ঐশ্বর্যের
ভাণ্ডার আমার জন্যে উন্মুক্ত করে দাও।

মনোযোগ ও মনে রাখা

৩০. হে মহাজ্ঞানী! সর্বশক্তি নিয়ামক!
মনকে সর্বাবস্থায় নিয়ন্ত্রণে রাখার শক্তি
আমাকে দাও। লেখাপড়া ও কল্যাণকর
কাজে অখণ্ড মনোযোগী করে দাও।
প্রয়োজনীয় সবকিছু স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনে
রাখা এবং তা নিজের ও সৃষ্টির কল্যাণে
কাজে লাগানোর তওফিক দাও।

সাফল্যে শুকরিয়া

৩১. হে দয়াময় মেহেরবান!
আমার সাফল্য তোমার দয়া ও করুণারই
প্রকাশ। তুমি আমার শুকরিয়া গ্রহণ কর।
আমার এ অর্জনকে নিজের ও সৃষ্টির
কল্যাণে কাজে লাগানোর তওফিক দাও।

সৎগুণাবলি

৩২. হে মহামহান! তুমি আমার
সৎগুণাবলিকে বিকশিত কর। সময়মতো
প্রতিটি কাজ করার এবং নিয়মানুবর্তী
হওয়ার তওফিক দাও। রুটিন অনুসারে
নিরলস পরিশ্রম করার শক্তি দাও।
প্রতিটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ও আমানত রক্ষা
করার এবং সর্বাবস্থায় সৎ ও বিশ্বস্ত থাকার
শক্তি দাও। সাফল্য প্রাচুর্য ও আনন্দে
ভরিয়ে দাও আমার জীবন।
তুমি সর্বশক্তিমান! মহামহান!

সমর্পণ

আমার ত্যাগ আমার স্মরণ
আমার মেধা আমার মনন
আমার কলম আমার বচন
আমার শক্তি আমার ধন
আমার জীবন আমার মরণ
আমার সবকিছুই মহাবিশ্বের প্রতিপালক
হে আল্লাহ! তোমায় করছি সমর্পণ।
অনন্ত অসীম দয়াময় প্রভু তুমি নিরঞ্জন!
তোমার রহমতের ছায়ায় আমার
রাখো প্রতিক্ষণ।



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

কেন্দ্রীয় দফতর :

১১৯/পি শান্তিনগর (দোতলা), ঢাকা-১২১৭।
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩১৯৩৭৭, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮
চট্টগ্রাম : ০৩১-৬৫৩৬৮৮, ০১৭১১-৩৯৩০১০
সিলেট : ০৮২১-৭১১৬১২, ০১৭১১-২৮০৬৫২
রাজশাহী : ০৭২১-৭৭১৫৫০, ০১৭১১-১০৪২৮৯
মিরপুর : ৮০৬১০৭৫, ০১৭১৭-১৪৪৭২৪
E-Mail : info@quanfey.org
Web Site : www.quantummethod.org

April 2007 ■ WINDOWS ■ 01720-515825

আসুন প্রার্থনা করি

মহাজাতক